দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 0 8 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

33

রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

শাস্তির ব্যবস্থা নিয়ে যশোর বোর্ড বিব্রত

যশোর ব্যুরো ঃ রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। বোর্ড কর্মচারীদের মধ্যেও এই ব্যাপার নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সুযোগ করে দিতে শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেয়। এদের মধ্যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদের মধ্যে ১৫ হাজার জনের পরীক্ষার আবেদন বাতিল হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্ম সচিব শিক্ষা বোর্ডে তদন্তে আসেন। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা বিভাগের ১৬ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের অনুরোধ জানায়। ৪ মে শিক্ষা বোর্ড কমিটি এক সভায় ওই ১৬ জন কর্ম-চারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। প্রথমতঃ রেজিস্ট্রেশন কেলে-ঙ্কারির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অধি-কাংশই রেজিস্ট্রেশন বিভাগের। পরীক্ষা বিভাগের কর্মচারী যারা জড়িত, তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। অথচ রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থাগ্রহণের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া শুধু কর্মচারী নয়, কর্মকর্তারাও দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন। তাদের কারও নাম নেই। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো পত্রের শিরোনামে (১৯ এপ্রিল '৯৫) বলা হয়েছে "নিবন্ধন কেলেঙ্কারির জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা বিভাগ ও নিবন্ধন বিভাগের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা-কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনু-রোধ।" কিন্তু পত্রের শিরোনাম অনুযায়ী ১৬ জনের তালিকায় কর্মকর্তা কিংবা রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মীদের নাম অনুপস্থিত। এ কারণে কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। সূত্র জানায় ওই ১৬ জনের কারও কারও বিরুদ্ধে বোর্ড ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে। তবে বোর্ড যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে তার রিপোর্ট পেলেই শিক্ষা বোর্ড কর্তৃ-পক্ষ কেলেঙ্কারিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে বলে সূত্র জানায়।